R. N. No. 2532/57

Regd. No. C. 853

টেলিফোন : ৩৪-৫৫৫২

রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট

৭-২, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্

রঘুনাথগঞ্জ

হেড অফিস—সদরঘাট *

ব্রাঞ্চ—ফুলতলা

বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস, ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

৬০শ বর্ষ
২৯শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ৩রা পৌষ, বুধবার, ১৩৮০ সাল।
১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৭৩ সাল।

নগদ মূল্য : ১০ পয়সা
বার্ষিক ৫৲, সডাক ৬৲

সারের পারমিট নিয়ে কারচুপি চলছে

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

সাগরদীঘি, ১৩ই ডিসেম্বর—যখন সারের জন্য চাষীকুল হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছেন, যখন সারের অভাবে গম এবং অন্যান্য রবিশস্য মার খাচ্ছে, যখন চাষী জমিতে লাঙ্গল দিয়েও বীজের অভাবে গম বুনতে পারছেন না, ঠিক তখনই এই ব্লকে নির্লজ্জভাবে সার ও গম বীজের পারমিট নিয়ে অবাধে কারচুপি চালানো হচ্ছে। ফলে প্রকৃত জমির মালিক এবং এই ব্লকের চাষী-সম্প্রদায় সার ও বীজ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

সার ও বীজের পারমিট নিয়ে কারচুপি চলছে প্রধানতঃ দুইভাবে। প্রথমতঃ, যাঁরা প্রকৃত চাষী নন তাঁরাও সারের জন্য ব্লকে আবেদন জানিয়ে নিজেদের নামে পারমিট কাটিয়ে নিচ্ছেন। পরে সেই পারমিট বস্তা প্রতি দশ টাকা মুনাফায় বেচে দিচ্ছেন সারের এজেন্ট অথবা যাঁরা পারমিট পাননি তাঁদের। অনেকে নিজেরাই পারমিটের সার এজেন্টের ঘর থেকে তুলে নিয়ে কালোবাজারে প্রায় দ্বিগুণ দামে বেচে দিয়ে মুনাফা লুঠছেন। দ্বিতীয়তঃ, পার্শ্ববর্তী জেলা বীরভূমের অনেক চাষী নিজেদের এলাকায় সার না পেয়ে সাগরদীঘি ব্লকের ব্রাহ্মণীগ্রাম, চন্দনবাটী, ডাংরাইল, পোপাড়া ইত্যাদি গ্রামের ভুয়া ঠিকানা দেখিয়ে এই ব্লকে আবেদন করছেন এবং আমলাদের বাম পকেট পূর্তির সুযোগ দিয়ে পারমিট পাচ্ছেন। তাঁরা সেই পারমিটের সার নিজেদের এলাকায় অর্থাৎ লোহাপুর, তকীপুর ইত্যাদি জায়গায় নিয়ে চলে যাচ্ছেন। পারমিটের বিনিময়ে ক্যাশ মেমো থাকায় তাঁদের কেউ কিছু বলতে পারছেন না। এই সব সার বেশীর ভাগই নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ট্রেনযোগে। উভয় পদ্ধতিতে পারমিটে কারচুপি চলতে থাকায় এই অঞ্চলের চাষীকুল আকুল, বেশী দামে কালোবাজারে সার কিনতে গিয়ে তাঁদের নাভিশ্বাস উঠছে। বীজের ব্যাপারেও একই পদ্ধতিতে কারচুপি চলছে। অনেক ক্ষেত্রে ব্লক থেকে গমের বীজ কেনার পারমিট পেয়েও সরবরাহকারীর কাছে হয়রাণ হতে হচ্ছে।

এ ব্যাপারে আরও একটি গুরুতর অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে ৩নং বারালা অঞ্চলের চন্দনবাটী গ্রাম থেকে। সেখানে গ্রামসেবকের কর্তব্যে গাফিলতির ফলে ব্লক থেকে পারমিটের আবেদনপত্র চাষীদের ফেরত দেওয়া হচ্ছে। প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী সার ও বীজের পারমিটের জন্য আবেদন করতে গেলে আবেদনপত্রে গ্রামসেবকের চাষীর অনুকূলে সম্মতিসূচক স্বাক্ষরের প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে গ্রামসেবক ঐ অঞ্চলে আদৌ না যাবার ফলে সেটা সম্ভব হয় নি। তাই তাঁদের আবেদনপত্র ফেরত দেওয়া হয়েছে।

বেনামী জমি খাস, বণ্টনে রহস্য

হিলোড়া, ১৭ই ডিসেম্বর—১৯৬৮ সাল থেকে হিলোড়া মৌজায় কয়েক বিঘা বেনামী জমি খাস এবং ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টনের ব্যাপারে কিভাবে পক্ষপাতিত্ব করা হয়েছে তার কয়েকটি চাঞ্চল্যকর তথ্য সম্প্রতি ফাঁস হয়ে গিয়েছে।

প্রকাশ, বীরভূম জেলার খুঁটকাইল গ্রামের জোতদার নওসের আলীকে হিলোড়া গ্রামের কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তি হিলোড়ার ভুয়া ঠিকানা দেখিয়ে বেশ কিছু খাস জমি বে-আইনীভাবে ভোগ করার সুযোগ দিয়ে আসছিলেন দীর্ঘদিন ধরে। ১৯৬৮ সালে ১৪ জন ভূমিহীন কৃষক এ ব্যাপারে জে, এল, আর, ও-র দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তদন্ত শুরু হয়। চলতি বৎসরে জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক শ্রীহরিবন্ধু নায়েক উপযুক্ত তদন্তের পর শ্রীআলীর ৪ একর ৯৪ শতক জমি (দাগ নং ২৮৮৬, ২৮৮৪, ২৮৭০, ২৮৭১, ২৭৪৮, ২৮০৫, ৫৪২১, ৫৪৩৪, ৫৪৪২) খাসের নির্দেশ দেন। শ্রীআলী যে হিলোড়া গ্রামের অধিবাসী নন এবং তিনি বে-আইনীভাবে ঐ জমির ভোগদখল করে আসছিলেন তাও প্রমাণ হয়ে যায়। সম্প্রতি ঐ জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টনের ব্যাপারে পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। গ্রামাধ্যক্ষ ভূমিহীনদের প্রথম তালিকার রদবদল করে দ্বিতীয় তালিকায় এমন একজনের নাম বসিয়েছেন যিনি সাত বিঘা জমির মালিক। কাজে কাজেই প্রকৃত ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ দানা বাঁধতে শুরু করেছে।

মাত্র এক টাকার জন্য

ফরাক্কা ব্যারেজ—মাত্র একটি টাকাকে (কাঁচা টাকা) কেন্দ্র করে এক বিয়ের আসরে বচসা থেকে সংঘর্ষে একজন প্রাণ হারায় এবং বরযাত্রীদলের নিয়ে আরো তিনজন জখম হয়েছে বলে এক সংবাদে প্রকাশ। ঘটনাটি ঘটে বিয়ের পরদিন ৫ই ডিসেম্বর এখানকার পলাশী গ্রামে সাহা পরিবারে।

প্রকাশ, বিয়ের আচার বিধিতে পাত্রপক্ষ একটি কাঁচা টাকা দিতে অসমর্থ হওয়ায় (নোট চলবে না) এবং পাত্রীপক্ষের পুরোহিতের পাত্রপক্ষকে ৪২০ বলাকে কেন্দ্র করে বচসা, হাতাহাতি এবং সংঘর্ষ। আহত একজন পরে মারা যায়। পাত্রীর ঠাকুরদা হাসপাতালে এবং আহত বরযাত্রী দুজন অন্যত্র চিকিৎসিত হচ্ছে।

ফোন—অরঙ্গাবাদ—৩২

মৃণালিনী বিড়ি ম্যানুফ্যাকচারিং কোং (প্রাঃ) লিঃ

হেড অফিস—অরঙ্গাবাদ (মুর্শিদাবাদ)

রেজিঃ অফিস—২/এ, রামজী দাস জেঠীয়া লেন, কলিকাতা-৭

সবুজ বিপ্লবের শরিক হ'তে রাসায়নিক সার ব্যবহার করুন
এফ, সি, আই-এর অনুমোদিত এজেন্ট
ক্ষুদিরাম সাহা চারুচন্দ্র সাহা
(জেনারেল মার্চ্চেন্টস্ এণ্ড অর্ডার সাপ্লায়ার্স)
পোঃ ধুলিয়ান, (মুর্শিদাবাদ)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩রা পৌষ বুধবার সন ১৩৮০ সাল।

একটি মহৎ প্রচেষ্টা ও অনুরোধ

এক সময়ের খ্যাতিসম্পন্ন রঘুনাথগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় অনেকদিন হইতে নানা সমস্যা ও দৈন্যের মধ্য দিয়া চলিয়া আসিতেছে। অতীতে বিদ্যালয় ভবন অন্যত্র নির্মাণের জন্য জমি সংগ্রহ করা হইলেও ১৯৬৩ সালে সরকারী সর্তসাপেক্ষে ইহা উচ্চতর মাধ্যমিকে উন্নীত হওয়ায় গৃহনির্মাণ বাবত সরকারী আর্থিক সাহায্য পাওয়া যায় নাই এবং বেসরকারী উদ্যোগে তাহাও সম্ভব হয় নাই। কিছু কিছু ঘরে পাঠন-পঠনের খুবই অসুবিধা হইত। বর্তমান পরিচালক সমিতি বিদ্যালয় ভবনের সংস্কার, পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধনের কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। ইতোমধ্যে সমস্ত ঘরে বৈদ্যুতিকীকরণের কাজ শেষ হইয়াছে। আর্থিক সম্বল বলিতে ছাত্রপ্রদত্ত বাৎসরিক সেসন ফী। রাই কুড়াইয়া বেল করিয়া তবেই কাজ করিতে হইতেছে বলিয়া আমরা জানি।

বিদ্যালয়ের দেওয়াল প্লাষ্টারিং-এর কাজ এখন চলিতেছে। পরিচালক সমিতির বর্তমান সম্পাদক মহাশয় নিজে তৎপর হইয়াছেন। তিনি এই সম্বন্ধে যে পরিশ্রম করিতেছেন, তাহাতে আমরা তাঁহাকে তাঁহার সদিচ্ছাপ্রসূত মহৎ প্রচেষ্টার জন্য সাধুবাদ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। তিনি এক সময় এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। অতীতের ইতিহাসে দেখা যায়, তাঁহার সময়েই একবার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক এই বিদ্যালয়ের বিরাট সম্ভাবনার সুযোগ করিয়া দিতে চাহিলেও তৎকালীন পরিচালক সমিতি তাহা গ্রহণ না করায় বর্তমান সম্পাদক মহাশয়ের তখন ক্ষোভের অন্ত ছিল না।

বর্তমান সম্পাদক মহাশয় এখন আর্থিক প্রতিকুলতা সত্ত্বেও কাজে হাত দিয়াছেন। পরিচালক সমিতির এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়। অভিভাবকগণও বিদ্যালয়ের কিছু যে কাজ হইতেছে আশা করি, তাহা উপলব্ধি করিবেন। প্রসঙ্গতঃ বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ও সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য সুন্দর পরিবেশ গড়িয়া তুলিতে এবং বিদ্যালয়ের অতীত গৌরব ফিরাইয়া আনিতে বর্তমান প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে আমরা জনগণের পক্ষ হইতে অনুরোধ করিতেছি।

টেষ্ট পরীক্ষা বর্জন

গত সপ্তাহে আমাদের পত্রিকায় রঘুনাথগঞ্জ উচ্চতর বহুমুখী বিদ্যালয়ে টেষ্ট পরীক্ষা বর্জনের যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহে দুঃখ জনক। প্রকাশিত সংবাদে দেখা যায়, গত ১১ই নভেম্বর প্রথমার্দ্ধের বাংলা ১ম পত্রের পরীক্ষায় কোন রেগুলার ছাত্র উপস্থিত হয় নাই। দ্বিতীয়ার্দ্ধে বাংলা দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষায় একস্টারনাল ও রেগুলার গুটিকয়েক ছাত্র ছাড়া আর সকলে এক-দেড় ঘন্টার মধ্যে পরীক্ষাগৃহ ত্যাগ করে। দ্বিতীয় দিনের ইংরাজী পরীক্ষায় অধিকাংশ ছাত্র অল্পসময়ের জন্য পরীক্ষায় বসে। সংবাদে প্রকাশ, ছাত্রেরা নাকি প্রথম দিনে প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের নিকট দাবী করিয়াছিল যে, তিনি সকলকে এ্যালাউ করিবেন এই প্রতিশ্রুতি দিলে তাহারা পরীক্ষা দিতে পারে। প্রধান শিক্ষক মহাশয় নাকি তাহাদের জানাইয়াছেন যে তিনি বিষয়টি বিবেচনা করিবেন।

বর্তমানের পরীক্ষাকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় টেষ্ট পরীক্ষার যথেষ্ট গুরুত্ব রহিয়াছে। ইহার দ্বারা ফাইনাল পরীক্ষার জন্য ভালরকম প্রস্তুতি চলে। স্থানীয়ভাবে এবং এদেশের সর্বত্রই টেষ্ট পরীক্ষা চলিয়াছে বা চলিতেছে; কোথাও পরীক্ষা না দেওয়ার কথা শুনা যায় নাই। আলোচ্য বিদ্যালয়ে এই ঘটনা অভিভাবকদিগকে চিন্তিত করিয়া তুলিতে পারে।

অধিকাংশ ছাত্র সেদিন পরীক্ষা দিতে বিদ্যালয়ে হাজির হইয়াছিল। পরীক্ষাবিমুখী মনোভাব যদি কাহারও থাকিয়া থাকে, তাহা দূর করাও কিছু কঠিন কাজ ছিল না। অহেতুক একটা অদ্ভুত পরিস্থিতির উদ্ভব হইল। সে অবস্থার মোকাবিলা করার অক্ষমতা প্রশাসনিক দুর্বলতার পরিচায়ক। আমরা জানি, এই বিদ্যালয়ের অতীত ঐতিহ্য ফিরাইয়া আনিতে বর্তমান সম্পাদক মহাশয় যথেষ্ট তৎপর হইয়াছেন। কিন্তু অভ্যন্তরীণ পরিচালনায় কোন ত্রুটি থাকিলে বিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্রমশঃ নষ্ট হইবে। প্রশাসনিক দায়িত্ব যাঁহাদের উপর ন্যস্ত, তাঁহাদের প্রখর ব্যক্তিত্ব, মমত্ববোধ, সহানুভূতি-শীলতা, নিয়মশৃঙ্খলানিষ্ঠা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রভৃতি থাকা একান্ত প্রয়োজন।

চিঠি-পত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

॥ মধ্যদিনে সোনালী সূর্য ॥

'জঙ্গিপুর সংবাদে'র গত ১২ই ডিসেম্বরের সংখ্যায় 'ভিন্ন চোখে' পর্যায়ে জার্নালধর্মী রম্যরচনা 'মধ্যদিনে সোনালী সূর্য' পাঠ করলাম। লেখক সত্যানন্দ তাঁর nostalgic-অনুভূতির রঙিন চশমা পরে তাকিয়ে 'শেষ-হৈমন্তিক হিমেল দুপুরে'র রোদকে দেখেছেন। আর তারই রমণীয় স্বাদের রোমাঞ্চ পাঠকের স্নায়ুতে জাগাতে গিয়েছেন। এ প্রয়াস সাধু কিনা জানি না তবে নিতান্ত দুর্বল মনে হয়। আর এ প্রসঙ্গে আকস্মিকভাবে তিনি 'জনৈক অধ্যাপক বন্ধুর মুখে' শোনা কবি মধুসূদন দত্তের পিতার সঙ্গে তমলুক যাত্রা ও প্রথম সমুদ্র দর্শনের একটি কাল্পনিক গল্প ফেঁদেছেন। তাছাড়া মধুসূদনের যে ইংরাজী কবিতাটির উদ্ধৃতি তিনি দিয়েছেন যতোদূর জানা যায়, সেটি হিন্দু কলেজের ছাত্রাবস্থায় লিখিত—তমলুকের সমুদ্র দর্শন করে লেখা বলে কোন ঐতিহাসিক তথ্য আছে কি? সত্যানন্দকে জিজ্ঞাস্য এ ধরণের স্বকপোলকল্পিত তথ্যদানের অধিকার তিনি কোথায় পেলেন?

—শ্রীরেবতীভূষণ ভট্টাচার্য, এম, এ, বি-টি,
সাহিত্য ভারতী
নলহাটী, বীরভূম।

॥ সত্যানন্দের নিবেদন ॥

সহৃদয় পাঠক বরাবরেষু,

ফিচার লেখার বিচার বসবে এটা অন্ততঃ লিখতে বসে ভাবিনি। কিন্তু সম্পাদকের সমন এলে অবশেষে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতেই হোল। ফরিয়াদী ভট্টাচার্য মহাশয়ের শ্রীচরণে এ অধমাধম সত্যানন্দের বিনীত নিবেদন: এ কথা স্বীকৃতিতে বিন্দুমাত্র লজ্জা নেই যে, তাঁর মতন নামের পেছনে বিশ্ববিদ্যালয়ের মহান স্বীকৃতির তকমা এ শর্মার নেই। সুতরাং 'ভিন্ন চোখে'র প্রকাশভঙ্গী 'দুর্বল' হ'তে পারে কিন্তু অনুভূতিটা আমার একান্ত নিজস্ব। এ প্রয়াসের 'সাধু'-বাদ আসুক বা না আসুক সে দায় স্বয়ং সম্পাদকের।

আমি, সত্যানন্দ, করজোড়ে গলবস্ত্র হয়ে স্বীকার করছি: বিদ্যের আদার ব্যাপারী হলেও মাঝে মাঝে জাহাজের খবর এসে যায় আমার আলোচনায়। তাই অপরের মুখের চর্বিতচর্বণ উগরে দিলেও আমি কিন্তু মধুকবির তমলুক যাত্রা ও সমুদ্র দর্শন প্রসঙ্গে কোনো 'কাল্পনিক গল্প' শোনাই নি। ভট্টাচার্য মহাশয় একটু চোখ খোলা রাখলেই দেখতে পেতেন মধুসূদনের অধিকাংশ জীবনী গ্রন্থেই এ প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে (দ্রষ্টব্য: মাইকেল-জীবনীর আদি-পর্ব: ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, পৃঃ ৬৮-৬৯)। তাছাড়া এ সময় কবি তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু গৌরদাস বসাককে একটি চিঠিতে লিখছেন: 'I am come nearer that sea which will perhaps see me at a period (which I hope is not far off) ploughing its bosom for England's glorious shore.' আর এর এক বছর পরেই উদ্ধৃত কবিতাটি লেখা। চিঠিতে উল্লিখিত 'England's glorious shore' ই কি 'Albion's distant shore' নয়? সুতরাং মাননীয় ভটাচার্য মহাশয় আশা করি আশ্বস্ত হবেন যে, সত্যানন্দ 'স্বকপোলকল্পিত তথ্যদানের অধিকার' প্রতিষ্ঠা করতে তৎপর হয়নি আদৌ।

নিবেদনমিতি—বিনয়াবনত সত্যানন্দ।

দিলদারী রাজনীতি

রাজনীতি বড় কঠিন জিনিস। বড় কড়া ঠাঁই। এতে দয়া নেই, নেই মায়ামমতার ঠাঁই। নিজেদের, সে দলেরই হোক, আর ব্যক্তিগতই হোক, স্বার্থের অনুকূলে সত্যিকে মিথ্যে, মিথ্যেকে সত্যি বানিয়ে প্রচারই হোল রাজনীতি খেলার অন্যতম হাতিয়ার। রাজনীতিতে চোখের দেখাকে বিশ্বাস করা নিষিদ্ধ। কানকে সম্বল করতে হবে। রাজনীতির অপর এক সংস্করণের নাম 'গুল' মারা। যাঁরা তখ্‌ৎ-ই-তাউসে বসে মাঝে মধ্যে অমৃতবাণী শোনান, সোনার পশ্চিমবাংলা গড়ে দিবেন বলেছিলেন, বেকারত্ব চোখের নিমেষে ঘুচিয়ে দিবেন বলেছিলেন তাঁদের কথাই একবার ভাবুন। ওঃ! গদির মোহে কিই না প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কর্ত্তারা! আর এখন কে কার! নৌকায় পেরিয়ে এখন গুজরাকে শালা!

তখ্‌তে বসা আর তখ্‌তের দিকে ঢিল মারা বিরোধী রাজনীতিকদের মধ্যে দিলদার কোন ফারাক খুঁজে পায় না যখন সে আখেরে ফলাফল অন্বেষণ করে। তাঁদের খেলার খুঁটিই হলো জনসাধারণ। তাক বুঝে চালিয়ে দেওয়াটাই তাঁদের কাজ। এতে যে মরবে সে মরুক। তাতে কিবা আসে যায়। বুক চাপড়ে, ঝাণ্ডা উঁচিয়ে, শহীদ তোমাদের ভুলবো না ভুলবো না করে দেয়ালের লিখনে, মিছিল করে শোক প্রকাশ। ব্যস। কে কার? তুমি কার, কে তোমার? নেতাদের গায়ে আঁচড়টি লাগে না। গাড়ী উল্টালে গাড়ীর চালক কমই মরে। মরে সাধারণ যাত্রী।

দ্রব্যমূল্যের ঊর্দ্ধগতিতে প্রতিবাদের জন্য ১৭ নভেম্বর যে বন্‌ধ ডাকা হয়েছিল, তার ফল কতদূর গড়িয়েছে, কি ফল লাভ হয়েছে সাধারণের সে হিসেব তাঁরাই করবেন যাঁরা সংসার করছেন। তবে রাজনীতির দাবা খেলায় যাঁরা মত্ত তাঁদের হয়ত রাজনৈতিক লাভ হতে পারে; কিন্তু যাদের দিয়ে খেলাচ্ছেন তাদের? বাসুদেবপুরের ঘটনার কথাই ধরা যাক। দিলদার এই ঘটনায় চার ঘণ্টার প্রত্যক্ষদর্শী। টানা-হাঁচড়া দাবার মধ্যে না গিয়ে বলি অর্জ্জুন আর এরাদতের মৃত্যুর জন্য দায়ী কে বা কারা? সেদিন ঘটনাস্থলে মাইকের মাধ্যমে পুলিশকে মারবার, ঢিল ছুঁড়বার জন্য কারা প্ররোচিত করছিলেন? কেন বলা হচ্ছিল "বন্ধুগণ এগিয়ে যান, আক্রমণ করুন, সিদ্ধার্থ রায়ের হুকুম নেই গুলি চালানর। অতএব নির্ভয়ে এগিয়ে যান।" ক্ষিপ্ত জনতাকে প্ররোচিত করে মরণযজ্ঞে আহুতি দিতে আহ্বান কেন করেছিলেন খুদে নেতাগণ? টেপ্‌ রেকরডার থাকলে নেতাদের প্ররোচনার বুলি ধরে রাখা যেত। কুঁজো হয়ে পাথর তুলতে গুলি খায় একজন, আর একজন আরো দূরে। দুজন ছাড়াও আরো তিনজন গুলিতে আহত অবস্থায় অন্যত্র চিকিৎসিত হচ্ছে। এখানে দিলদারের প্রশ্ন, প্ররোচিত কেন করা হয়েছিল? পুলিশ? সকলেই জানেন যে আইন আর বে-আইনে আশ্রিত পুলিশকে যা দিলে তার প্রত্যুত্তর কেমন পাওয়া যায়! যে যাই বলুন, আর যাই মনে করুন, তাতে দিলদারের কিছু আসে যায় না, দিলদার যা দেখেছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে বলতে বাধ্য হচ্ছে যে, সেদিনকার দুজনের মৃত্যুর আর তিনজনের আহত হবার সব দায় দায়িত্ব লেলিয়ে দেয়া নেতাদের। ছাত্র-পরিষদের নেতাদের আহত হবার ব্যাপারে পুলিশ মাথা ঘামায়নি। মাথা তখনই ঘামিয়েছে যখন তাদের মাথায় ঘা পড়েছে।

পরের ঘটনা বড় দুঃখদায়ক। তল্লাশীর নামে মা-বোনদের গায়ে হাত তুলে অত্যাচার করে পুলিশ নজীর বিহীন রেকরড স্থাপন করেছে। দিলদারের আরজি ভারতের রাষ্ট্রপতি যেন সংশ্লিষ্ট পুলিশদের **নির্মম-চক্র** প্রদান করেন। প্রতিশোধাত্মক মনোভাব পুলিশ না ছাড়লে একদিন দিলদারের সাথে তাদের পথের ধূলায় নামতে হবে। হয়তঃ সেদিন খুব দূরে নয়। —দিলদার

(মতামত দিলদারের নিজস্ব)

কংগ্রেস সেবাদল কর্মীদের সভা

বহরমপুর, ১১ই ডিসেম্বর—কংগ্রেস সেবাদলের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে গত ৯ই ডিসেম্বর জেলা কংগ্রেস কার্য্যালয়ে জেলা সংগঠক শ্রীঅতীন গুপ্তের আহ্বানে এক কর্মী সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদক শ্রীআলীহোসেন মণ্ডল এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন প্রদেশ কংগ্রেস সেবাদল সংগঠক ডাঃ ভূপেশ মজুমদার। জেলা সংগঠক সেবাদলের কার্য্যধারা আলোচনা করেন এবং কংগ্রেস সেবাদলের ৫০ বৎসর পূর্ত্তি উৎসব উপলক্ষে আগামী ২২শে ডিসেম্বর "অজিতেশ্বর নগর" সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার (কলিকাতায়) যোগদান করার জন্য সেবাদল কর্মীদের আহ্বান জানান। সভাপতি ও প্রধান অতিথি তাঁদের ভাষণে বলেন—সংগঠনের বর্তমান পরিস্থিতিতে সত্যিকারের একনিষ্ঠ কর্মীর প্রয়োজন এবং সেবাদলের শিক্ষা শিবিরে শিক্ষণ প্রাপ্ত হয়ে কংগ্রেসে আসা উচিত।

১৪৪ ধারা প্রত্যাহারের দাবীতে

রঘুনাথগঞ্জ, ১৪ই ডিসেম্বর—গত ১৭ই নভেম্বর বাংলা বন্ধের দিন বাসুদেবপুরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে মহকুমার রঘুনাথগঞ্জ সহ তিনটি থানায় ১৪৪ ধারা জারীর বিরুদ্ধে এবং অবিলম্বে তা প্রত্যাহার করার দাবীতে আজ এস, এফ, আই জঙ্গিপুর লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে এক ছাত্র প্রতিনিধি দল মহকুমা-শাসকের কাছে ডেপুটেশন দেন। এক সাক্ষাৎকারে তাঁরা বলেন ১৪৪ ধারা বলবৎ থাকার ফলে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। এস, এফ, আই এর ২য় সর্বভারতীয় সম্মেলনের প্রচারকার্য ও দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। প্রতিনিধিদলে ছিলেন সর্বশ্রী প্রভাত ব্যানার্জী, বালক মুখার্জী, উদয় ঘোষ, চন্দন বর্মণ।

শ্বশুরবাড়ীর উদ্দেশে অগস্ত্য যাত্রা

ফরাক্কা-ব্যারেজ—এখানকার আলিনগর গ্রামের ত্রিশ বছরের জোয়ান খাবিরুদ্দীন গত ২০ নভেম্বর পলাশবোনা-হাজারপুর গ্রামে বৌ বিদায় আনতে গিয়ে এখন পর্য্যন্ত বে-পাত্তা। আর ঘরে ফেরেনি। খাবিরুলের মা-বাবা ও আত্মীয়স্বজন বহু খোঁজ করেও কোন হদিস পায়নি। সে যে শ্বশুর বাড়ী গিয়েছে, সেকথা তার শ্বশুর বাড়ীতে নাকি কেউই স্বীকার করে না। অথচ সে শ্বশুরবাড়ী গিয়েছে বৌ আনতে একথা সকলেই জানে। পরের দিন বৌ নিয়ে এসে দিনাজপুরে ধান কাটতে যাবার ব্যবস্থা পাকা হয়েছিল কিন্তু ফেরেনি। পুলিশের ঘরে ডায়রি লিপিবদ্ধ করলেও পুলিশ গতানুগতিকভাবে ঘটনাটিকে নিয়েছে নিরুদ্দেশ বলে। নিরুদ্দেশ সে অবশ্যই। পুলিশ একবার নাড়াচাড়া করে দেখতে পারে, তাদ্বরের যুগে নিরুদ্দিষ্টের মা, ঠাকুমার একান্ত অনুরোধ।

জায়গা বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ সিনেমা হাউসের পূর্ব দিকে ভদ্র পল্লীতে বাসোপযোগী চারি শতক জায়গা বিক্রয় হইবে। নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

মঃ হাসেন
C/o. নাজিমুদ্দিন সেখ, মির্জাপুর বাজার
পোঃ গনকর (মুর্শিদাবাদ)

বিদ্যালয়ে না গিয়েও শিক্ষক বেতন পাচ্ছেন

গত ১-৩-৭৩ তারিখে এ জেলার ভগবানগোলা সার্কেলে বালুটুঙ্গী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কর্মরত প্রধান শিক্ষককে বঞ্চিত করে আইড়মারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোহাঃ সোলাইমান মিঞাকে প্রধান শিক্ষকরূপে বদলী করে আনা হয়। এর বিরুদ্ধে বালুটুঙ্গী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কর্মরত প্রধান শিক্ষক মোঃ মোজাম্মেল হক আদালতে মামলা করলে তাঁকে প্রধান শিক্ষক হিসাবে কাজ করার জন্য আদালত থেকে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু আদালতের নির্দ্দেশ সত্ত্বেও সোলাইমান মিঞা মোজাম্মেল হককে প্রধান শিক্ষকরূপে স্বীকার করছেন না; ঐ কারণে বিদ্যালয়ের শিক্ষক হাজিরা বইয়েও স্বাক্ষর করেন না এবং বিদ্যালয়েও যান না। অথচ, বিদ্যালয়ে নিয়মিত অনুপস্থিত থেকেও তিনি নাকি বেশ কয়েক মাস বেতন পেয়েছেন। যতদূর জানা গেছে, ডি-আই তাঁর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেননি। শোনা যাচ্ছে, মোহাঃ সোলাইমান মিঞা ব্লক কংগ্রেসের সম্পাদক। —সংবাদদাতা

—সকল প্রকার ঔষধের জন্য—

নির্ণয় ও নিরাময়

রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ

ভিন্ন চোখে ॥

কখনো রাতে, ঘুমন্ত শহরে

মাঝে মাঝে আমার কি হয় আমি জানি না। বুঝি না। আসলে নিজেকে নিজেই যেন ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। উপনিষদ বলেছেঃ আত্মানংবিদ্ধি। নিজেকে জানো। হয়তোবা আত্মোপলব্ধিই শেষ কথা। কিন্তু তবুও মনে হয়, কেইবা আমরা নিজেকে কতোটুকু জানি। কারণ জানার কথা ভাবলেই আমার মাথার মধ্যে ওলোট-পালট শুরু হয়। আর চার-দেওয়ালের গণ্ডি ছেড়ে ছিট্‌কে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। এবং সেই মুহূর্তে হঠাৎ এই পৌষালী শীতার্ত রাতে কখনো পশমী চাদরে সারা শরীর মুড়ে রাস্তায় পা দিলেই বড়ো নির্জন ও পরিত্যক্ত মনে হয় এই প্রিয় শহরটাকে।

পায়ে পায়ে পা চালিয়ে যদি চলে আসি নদীর ঘাটে। তখন শীর্ণা ভাগীরথী ভীষণ অসহায় চোখে তাকায়। ভরা ভাদরের পুরুষ্টু যৌবনবতী রূপ আর তার নেই। 'ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণী অবনী বহে' যায় না। ঋতু বদলের পালা বদল শুধু বার্দ্ধক্যের জরায় ক্ষ্যান্ত থাকেনি নৃত্যচপল মুক্তচরণে রূপালী ঘুঙুরের বদলে পরিয়েছে সোনালী কাষ্ঠবেড়ি। এখন এপার ওপার পদাতিকের পায়ের তলে। আর রাত এগারোটায় দূরে পাতলা কুয়াশার ঘোমটায় ঢাকা বুড়ি আমগাছের মাথার উপর কৃষ্ণপক্ষের ক্ষয়া চাঁদ মুখ ভ্যাঙায়। এবং এখন এই রাতে অস্থিসার ভাগীরথীর তীরে বিক্ষিপ্ত বুল-ডোজারের উপর বসে কেন জানি না আমার ভীষণ কান্না পায়। ঘুমন্ত নির্জন লেপমুড়ি দেওয়া শহরটাকে জাগিয়ে দিয়ে চিৎকার করে ছেলে মানুষের মতন কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করে। অথচ হঠাৎ লোডশেডিং এবং চকিতে আঁধার। কেবল একচোখো ধূসর চাঁদের ধূমল জ্যোৎস্নায় মনে আসে জনৈক আধুনিক কবির আপাতঃ সাদৃশ্যময় কয়েক লাইনঃ

'মধ্য রাতে ঘুমন্ত শহরে
সবাইকে চমকে দিয়ে ফিরে যেতে যেতে আমি
দেখতে পাই, সারি সারি
বাতিস্তম্ভ দাঁড়িয়ে রয়েছে, কিন্তু পৌর ধর্মঘটের কারণে
তাতে আলো নেই।'
যদিচ এই শহরে অধুনা পৌর জীবনে অনেক অঘটন
ঘটলেও ধর্মঘটের কোনো কারণ নেই॥

—সত্যানন্দ

পরলোকগমন

রঘুনাথগঞ্জ, ১৭ই ডিসেম্বর—রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি এবং প্রাক্তন কংগ্রেসী এম, এল, এ অম্বিকাচরণ দাস মহাশয় আজ সকালে জঙ্গিপুর সদর হাসপাতালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ৬৬ বৎসর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। অম্বিকাবাবু জঙ্গিপুর মহাবিদ্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়সহ বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সাথে দীর্ঘ দিন যুক্ত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে জঙ্গিপুর মহাবিদ্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায়। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, তিন পুত্র ও দুই কন্যা রেখে গিয়েছেন। আমরা তাঁর আত্মার চিরশান্তি কামনা করছি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

বার লাইব্রেরীর গৃহ উদ্বোধন

রঘুনাথগঞ্জ, ১৭ই ডিসেম্বর—আজ জঙ্গিপুর ক্রিমিনাল কোর্ট বার এসোসিয়েসনের নবনির্মিত লাইব্রেরী গৃহ উদ্বোধন করলেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মুর্শিদাবাদ জেলা সেসন জজ শ্রীতরুণকুমার ব্যানার্জী। সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ আইনজীবী শ্রীকেতাবুদ্দিন বিশ্বাস। প্রধান অতিথিসহ জেলার খ্যাতনামা আইনজীবী শ্রীকুমারদীপ্তি সেনগুপ্ত, জঙ্গিপুর সিভিল কোর্টের আইনজীবী শ্রীগণেশচন্দ্র চ্যাটার্জী, শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, জঙ্গিপুর ক্রিমিনাল কোর্ট বার এসোসিয়েসনের সম্পাদক শ্রীসুকুমার চ্যাটার্জী ও শ্রীকেতাবুদ্দিন বিশ্বাস তাঁদের ভাষণে জঙ্গিপুর ক্রিমিনাল কোর্ট বার এসোসিয়েসন এই সংকট-ময় পরিস্থিতিতে যে লাইব্রেরীর জন্য গৃহ নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছেন তার জন্য বারের সভ্যদের সাধুবাদ জানান এবং আইনের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন।

সাংবাদিক সংঘের নতুন কর্ম্মকর্ত্তা নির্বাচন

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

বহরমপুর, ১৬ই ডিসেম্বর—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন সেনের সভাপতিত্বে, জেলার সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে, আজ মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের বহরমপুরস্থ গৃহে মুর্শিদাবাদ জেলা সাংবাদিক সংঘের বার্ষিক সভায় এগার দফা খসড়া গঠনতন্ত্র পেশ, আলোচনা ও গ্রহণ এবং নতুন কর্মকর্ত্তা নির্বাচন হয়ে গেল। সর্বসম্মতিক্রমে সংঘের সভাপতি নির্বাচিত হন শ্রীকমল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন যথাক্রমে শ্রীসত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীদীপঙ্কর চক্রবর্ত্তী ও শ্রীপীযুষচন্দ্র নাথ। অন্যান্য যাঁরা নির্বাচিত হয়েছেন তাঁরা হলেনঃ— শ্রীবিজন ভট্টাচার্য্য (সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ), শ্রীবিশ্বনাথ সোম এবং শ্রীসত্যনারায়ণ রায় (সহ-সম্পাদক)। এছাড়াও শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন সেন, শ্রীদুলাল ভট্টাচার্য্য, শ্রীঅধীর সিংহ, শ্রীসুবীর বোথরা, শ্রীরাইহান বিশ্বাস, শ্রীসুনীল দাস রায়, শ্রীনিরমল সরকার, শ্রীসুধীন সেন—এই আটজনকে নিয়ে একজিকিউটিভ কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, মুর্শিদাবাদ জেলা সাংবাদিক সংঘের মোট সদস্য সংখ্যা ৩৬ জন।

খোকার জন্মের পর..
আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেস হইতে শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।